গোলাম মোসাব্বির
অভিশপ্ত প্রতিশোধ

অভিশপ্ত প্রতিশোধ

১.

তাড়াহুড়ো করে বের হতে গিয়ে আইফোনের চার্জারটা নিতে ভুলে যায় রাতুল। সন্ধ্যার পর থেকেই শুরু হবে গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান। রাতুল তার বন্ধু রানার ছোট বোন মনিকার গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে এসেছে। রাতুলের মনে পড়ে গত বছর রানার বড় বোন অনামিকা আপুর গায়ের হলুদেও বেশ মজা করেছিল তারা। কিন্তু সেই রাতে রানাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাশের এক বাড়িতে ঘটে যায় এক দুঃখজনক ঘটনা।

এরপর থেকেই নাকি রানাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাশের বিল্ডিং থেকে মাঝে মধ্যে এক বাচ্চা শিশুর ছায়া দেখা যায় আর কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই কথাটা আজ হঠাৎ করে রাতুলের মনে উঁকি দিলো। কিন্তু আজকের এই আনন্দের দিনে সেই অঘটনের কথা আর মনে করতে চায় না রাতুল। সে তার বাম হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। রাত এখন ১২টা। মনিকার বান্ধবীরা মনিকার গায়ের হলুদে বেশ মজা করছে এখন। প্রচন্ড ডিজে গানের আওয়াজে মনিকার গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান চলছে। আকাশ মাটি কাপানোর গানের ছন্দে সবাই নেচে চলেছে। যদিও পাশের বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে এই পর্যন্ত ৪/৫বার অবজেকশন এসেছে ডিজে গানের প্রকট শব্দ দূষণের জন্য। কিন্তু রানার বাবা খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় ভয়ে কেউ কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না।

২.

রানার বড় বোন অনামিকার আপুর গায়ের হলুদেও সারা রাতভর বিরতিহীন ভাবে প্রবল উচ্চস্বরে ডিজে গান বাজিয়ে নেচেছিল রাতুল-রানা ও তাদের বন্ধুরা। খুব মজা হয়েছিল সেইবার। কিন্তু ঐ সময় একটা খবর শোনে তাদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা জানতে পেরেছিল অনামিকার গায়ের হলুদের পর দিন সকালে ঐ পাশের বাসার ৬ মাসের একটি শিশু হার্ট এটাকে মারা যায়। শিশুটি নাকি কোন কিছু দেখে রাত ২টার দিকে ভয়ে হার্ট এটাক করেছিল।

যদিও অনামিকার গায়ের হলুদের দিন রাত ১২টায় ঐ শিশুটির বাবা পারভেজ সাহেব রানার বাবা রাহাত খানের কাছে কয়েক মিনিটের জন্য এসেছিল। সেটি লক্ষ্য করেছিল রাতুল এবং রানা দুজনেই। পারভেজ সাহেব ছাদে উঠে অল্প কয়েক মিনিট কি যেন আলাপ করছিল রানার বাবার সাথে। এরপর আলাপ শেষ হতেই গোমড়া মুখ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় পারভেজ সাহেব। ছাদ থেকে চলে যাওয়ার সময় পারভেজ সাহেবের মুখটি মলিন দেখাচ্ছিল। কিন্তু রানা ব্যস্ত থাকায় তার বাবাকে এই কথাটি আর জিজ্ঞেস করেনি কেন এসেছিল পারভেজ সাহেব?

এরপর সেইদিনের কাজের চাপে রানা এই বিষয়টি একেবারেই ভুলে যায়। আসলে এই ব্যস্ত শহরে এত ব্যস্ততার মাঝে কে রাখে কার খবর আর কে শুনে কার কথা। এই মুহুর্তে রাতুল আর রানা এক সঙ্গে দাড়িয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের নাচ দেখছে। এখন ঘড়ির কাটায় রাত ১টা বেজে চললো। আর গায়ের হলুদের ডিজে গানের সাউন্ড রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আকাশে বাতাসে কাপন ধরিয়ে দিলো।

৩.

এখন একটি ঝাকানাকা ডিজে গান বাজছে। আর সবাই সেই গানের তালে তালে শরীর দুলাচ্ছে। গানটি শেষ হতেই এক মধ্য বয়স্ক লোক আসলো রানার বাবার সঙ্গে কথা বলতো এই নিয়ে লোকটি ৩ বার এসেছে রানার বাবা রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলতে। লোকটি রানার বাবার সঙ্গে কি যেন বললো, তখন রানার বাবা হাতের ইশারায় রানাকে ডাকলো। তারপর রানা কাছে গেলে তাকে ইশারায় কি জানি বললো রানার বাবা। এরপর রানাও ডিজে লোকটি'কে ইশারা করলো ভলিউম কমিয়ে দিতে। ডিজের লোকটি একেবারেই সাউন্ডের ভলিউম কমিয়ে দিলো। তখন রাতুল রানার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো- কিরে কি হল? গানের সাউন্ড কমিয়ে দিলি কেন? পোলাপান তো খালি নাচানাচি শুরু করছিল। আর তুই এই মুহুর্তে এসে সাউন্ড এত কমিয়ে দিলি।

রানা তখন রাতুলকে বললো- আরে বলিস না পাশের ফ্ল্যাটের মানুষগুলোর মনে খালি হিংসা আর হিংসা। ওরা আমাদের আনন্দ উদযাপনগুলো দেখতে পারে না। ওরা এই ছাদের প্রতিটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে উচ্চস্বরে সাউন্ডবক্সে গান বাজালেই সবসময় অবজেকশন দেয়।

৪.

এই যে দেখলি যে মধ্য বয়স্ক লোকটি আসলো তিনি পাশের বাড়ির মালিক। তিনি আব্বুকে বললো আমাদের বাড়ির সাউন্ডবক্সের উচ্চস্বরের আওয়াজে নাকি তাদের বাসার শিশু-বৃদ্ধদের সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলে গেলেন গানের সাউন্ড যেন জোরে বাজানো না হয়। তাই সাউন্ডের ভলিউম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা বলতো এইটা কোন কথা? গায়ের হলুদের আনন্দে তো মানুষ একটু জোরেশোরে গান বাজাবেই। তাতে সমস্যা কোথায় আমি বুঝি না? ওরা অনামিকা আপুর গায়ের হলুদের পর থেকে যতগুলো গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান এই ছাদে হয়েছে সবগুলোতে এসে ওরা অবজেকশন দিয়ে গেছে। রাতুল তোর মনে আছে অনামিকা আপুর গায়ের হলুদের পরের দিন পাশের বাড়ির এক ফ্ল্যাটের এক শিশু মারা গিয়েছিল। ঐ বাড়িরই মালিক তিনি। শিশুটি মারা যাওয়ার পর থেকেই ঐ বাড়ির মালিক আমাদেরকে কেন যেন এড়িয়ে চলেন। অথচ ওনাদের সাথে আব্বুর এবং আমাদের পরিবারের সবার ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকেই ওনি আমাদেরকে এড়িয়ে চলেন। এছাড়া আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার হল অনামিকা আপুর গায়ের হলুদের পর থেকে প্রতিটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটছে এবং আরও একটা ভয়ংকর কথা হচ্ছে প্রতিটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানের পর থেকেই নিশি রাতে ঐ বাড়ির ছাদ থেকে ছোট্ট এক শিশুর ছায়া দেখা যায় ও কান্না শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই কথাগুলো বলে থামলো রানা, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলো- আসলে এই বাড়ির অ্যাপার্টমেন্টের আমরা সবাই প্রথমে ভেবেছিলাম শিশুর কান্নার বিষয়টি আমাদের মনের ভয়।

কিন্তু না এটা অনামিকা আপুর গায়ের হলুদের পর থেকেই প্রতিনিয়ত শিশু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ প্রায় শোনা যায় গভীর রাত হলে।

৫.

এমন কি অনামিকা আপুর বিয়ের পর এই ছাদে ৫টি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে কোন না কোন অঘটন ঘটেছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম দুর্ঘটনাগুলো একেবারেই কাকতালীয়। কিন্তু না! এটি কাকতালীয় নয়। কারণ একটু ভাল করে খেয়াল করলে বুঝা যায় যে গায়ের হলুদে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার সুক্ষ্ম মিল রয়েছে। তাই সে কথা ভেবে আজকে কিছুটা সংশয়ও হচ্ছে। কারণ অনামিকা আপুর গায়ের হলুদের পর আজ ৬ষ্ঠবারের মত এই ছাদে আরেকটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান হচ্ছে মনিকার। তাই বড্ড টেনশন হচ্ছে। রানার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল রাতুল। রানার কথাগুলো শুনে রাতুল কিছুটা সিরিয়াস হয়ে উঠলো এবং রাতুল রানাকে জিজ্ঞেস করলো- আচ্ছা তুই বলছিস অনামিকা আপুর বিয়ের পরে এখানে আরও ৫টি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং প্রতিটি হলুদের অনুষ্ঠানে কোন না কোন অঘটন ঘটেছে। তাই তো!
হ্যাঁ তাই। সিরিয়াস মুখে বললো রানা।
তা কি ধরনের অঘটনগুলো ঘটছে একটু খুলে বল তো। রাতুলের প্রশ্ন শুনে রানা আবার বলা শুরু করলো- আসলে একটা অদ্ভুত বিষয় কি জানিস, প্রতিটি গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে প্রতিটি অঘটনই ঘটেছে রাত ৩টার পর, যখন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে গুছিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিবো ঠিক তখন।

যেমন ধর অনামিকা আপুর বিয়ের পর, ৬ তলার ডান পাশের ফ্ল্যাটের জিয়া ভাইয়ের গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানের দিন রাতে, উপর থেকে ডেকোরেশনের বাঁশ পড়ে আমার আম্মুর হাত ভেঙ্গে যায়। এর কয়েক দিন পর ৩য় তলার বাম পাশের ফ্ল্যাটের রিতার গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানের রাতে আমার বাবা সিড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে বড়সড় ব্যথা পায়।

তার বেশ কয়েক দিন পর ৪ তলার ডান পাশের ফ্ল্যাটের জহির চাচ্চুর গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানের রাতে আমার ছোট ভাই রিয়াদ নাচানাচির সময় মাথা ঘুরে উল্টিয়ে পড়ে যায় এবং তার মাথা মারাত্মক ভাবে আহত হয়। বেশ কয়েকদিন সে এই আহত মাথা নিয়ে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এর কয়েক দিন পর দোতলার শাহ আলম কাকার ছেলের গায়ের হলুদের রাতের অনুষ্ঠানের সময়ে অনামিকা আপু ছাদের কার্নিশে ধাক্কা খেয়ে কোমরে প্রচন্ড ব্যাথা পায় এবং এখনও আপু প্রায়ই মাঝে মধ্যে সেই কোমরের ব্যথায় ভুগে। এরপর গত দুই মাস আগে নিচতলার লোকমানের গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানের রাতে আমার দাদী ছাদের ফ্লোরে পিছিল খেয়ে পড়ে দাঁতে ব্যথা পায়। পরে দাদীর জখমের দাতটি ডেন্টিস্টের পরামর্শে তুলে ফেলতে হয়।

৬.

এবার তুই বলতো রাতুল ঘটনাগুলো কি আর কাকতালীয় বলা যায়? তুই একটা বিষয় চিন্তা কর প্রতিটি দুর্ঘটনা ঘটেছে গায়ের হলুদের রাতে অনুষ্ঠানের শেষে এবং সবগুলো দুর্ঘটনার সময় রাত ৩টা পর। এছাড়া আরেকটি মিল হলো সবগুলো দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে শুধু আমার পরিবারের লোকজন। একই পরিবারের এতগুলো লোক এক একটা গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে একে একে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে এটা তো কাকতালীয় হতে পারেনা। আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে আমার পরিবারের যারাই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তারা দুর্ঘটনার সময় তাদের চোখের সামনে কোন এক শিশুর ছায়া ঝলক দেখতে পেয়েছিল। রানার মুখে একথাগুলো শুনে রাতুল বলল- বিষয়টি আসলেই আশ্চর্যজনক!
-হ্যাঁ! তুই ঠিক বলেছিস! একথা বলে রানা আবার বলা শুরু করলো। আর একটা বিষয় কি জানিস আমার না সন্দেহ হয় কেউ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে কোন কালোজাদু টাদু করছে না তো? তোকে একটু আগে বলছিলাম না আমাদের আশেপাশের মানুষ আমাদের হিংসা করে। হতে পারে কেউ আমাদের দিকে বদনজর দিয়েছে। বদনজর মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে।

বদনজর খুব খারাপ। কারও বদ নজরে পড়ে গেলে অনেক ক্ষতি হতে পারে। তাই আমার খুব ভয় হয়।

কথাগুলো শোনার পর রাতুলের মুখে চিন্তার ভাজ পড়লো। রাতুল বললো যাইই হোক আজ আনন্দের দিন। এসব অঘটনের কথা আর ভাবার দরকার নেই। শোন তুই ডিজেকে বল গান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। আনন্দ যা করার এমনিই করবো। এর বেশি আর আনন্দ করার দরকার নেই৷ কারণ রাত ২টা বাজছে। তুই বলেছিস গায়ের হলুদের রাতে তিনটার পর অঘটন ঘটে। তাই সবাইকে বুঝতে না দিয়ে চুপচাপ বসে গায়ের হলুদটা পরিচালনা কর। আর হ্যাঁ তুই মনে মনে আয়াতুল কুরসিটা পড়ে নিস। বেশ কাজে দিবে।

রানা রাতুলের কথা অনুযায়ী আয়াতুল কুরসি পড়ে নিলো।

৭.
এদিকে রাতুল বাসায় ফোন দিতে গিয়ে ফোনটা তার হাতে নেওয়ার পর তার মনে হলো তার আইফোন তো একটু আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আইফোনের চার্জারটাও সে তার বাসায় ফেলে এসেছে। কিন্তু রাতুল তো আইফোন বন্ধ হলে একটুও থাকতে পারে না। তার বড্ড খালি খালি মনে হয়। তাই রাতুল সিদ্ধান্ত নিলো এত রাতেই সে বাসায় ফিরে যাবে। কালকে দুপুরের আগে আবার চলে আসবে। কারণ রানার বাসা থেকে রাতুলের বাসা বেশি দূরে নয় রিক্সা দিয়ে গেলে মাত্র ১০ মিনিট আর হেটে গেলে ২০ মিনিটের মত লাগে।

রাতুল রানাকে বললো- দোস্ত আমার এখনই যেতে হবে। রানা একথা শুনে রাতুলকে বললো- তুই না বললি সারা রাত থেকে কাল সকালে যাবি আর দুপুরের আগে চলে আসবি। হঠাৎ তোর কি হল রাতুল। রাতুল বললো- আরে আইফোনের চার্জারটা বাসায় ফেলে এসেছি।

তোদের এখানে তো আইফোনের চার্জার নাই। আর আমার তো শেষ রাতে আব্বু আমেরিকা থেকে কল দেয়। তখন কথা বলতে হয়। রাতে বাড়ির বাহিরে থাকলে আব্বু রাগ করে সেটা তো তুই ভালো করেই জানিস। অনেক পিড়াপিড়ির পর রাতুলকে ছাড়তে রাজি হল রানা। কিন্তু শর্ত দিলো বাসায় গিয়ে যেন রানাকে ফোন দেয় রাতুল।

রাতুল রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ৬ তলার ছাদ থেকে নিচে নেমে এলো।

৮.

রাতুল তার হাতের ঘড়ি দেখলো রাত বাজছে প্রায় ৩টা। সে চমকে উঠলো! এত রাতে একা একা সে বাড়ি ফিরবে কি করে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো সে। সে ভাবতেই পারেনি কখন যে এত সময় পেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে আশেপাশে সে দেখলো কোন রিক্সা আছে কিনা। কিন্তু না এত রাতে রিক্সা পাবে কোথায়? মাঝে মাঝে কিছু ভবঘুরে রিক্সা চালক পাওয়া যায়, যারা রাতের বেলায় রিক্সায় চালাতে বের হয়। কিন্তু আজ সেইসব রিক্সারও কোন খবর নেই। রাতুল রানাদের অ্যাপার্টমেন্টের সীমানার রাস্তা পার হয়ে তার পাশের বাড়ির সীমানার রাস্তা ধরে হাটছে। হাটার মধ্যেই হঠাৎ সে শুনতে পেল একটি বাচ্চার কান্নার শব্দ। সে খেয়াল করলো শিশুর কান্নার শব্দটি আসছে রানার বড় বোন অনামিকার গায়ের হলুদের রাতে যে বাড়িতে শিশুটি মারা গিয়েছিল, সেখান থেকে। সেই বাড়ির ৫ তলার ছাদ থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজটি ভেসে আসছে। এই ঘটনায় রাতুল কিছুটা চমকে গেল এবং ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে কান্নার শব্দটা উপর থেকে রাতুলের মাথার উপরে চলে আসলো। রাতুল থমকে দাড়ালো ঘাড় ঘুরিয়ে চারিপাশে দেখলো। কোথাও কেউই নেই। হঠাৎ আবার কান্নার শব্দ শুনে সে তার মাথার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো ছাদের কার্ণিশে ঝুলে কান্না করছে ৬ মাসের এক শিশু। আর কান্না জড়িতে কণ্ঠে বলছে- সাউন্ড বন্ধ করো। আমার কষ্ট হচ্ছে। আওয়াজ বন্ধ করো। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

৯.
এটা দেখে রাতুলের সারা শরীরে শিহরণ বেয়ে গেল। রাতুল খেয়াল করলো শিশু বাচ্চাটি তাকে হাতের ইশারায় ডাকছে। আবার কান্না স্বরে বলছে- কি হলো! আওয়াজ বন্ধ করো! আমার তো কষ্ট হচ্ছে! একথা বলার পর শিশুটি আবার কান্না করতে করতে বেল্ডিং এর বারান্দার গ্রীল বেয়ে নেমে এলো রাতুলের ঠিক মাথার কিছুটা উপরে। এটি দেখে রাতুল আতংকে উঠলো। রাতুল ভয়ে ভয়ে বলছে কি চাও তুমি? শিশু বাচ্চাটি বললো- তোমার বন্ধু রানা আর তার বাবা আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি আজ সেই ঘটনা তোমাকে বলতে চাই। তুমি যদি আমার এই দুঃখের কথা শোনো তাহলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। রাতুল এই কথা শুনে আরও ভয় পেয়ে গেল। রাতুল ভয়ার্ত গলা বললো- তুমি কি বলছো এসব?

তখন শিশু বাচ্চাটি বললো- তাহলে শোনো। আমার বাবার নাম ছিল পারভেজ। আমি ৬ মাস বয়সে মারা যাই। যেদিন আমি মারা যাই সেইদিন ছিল তোমার বন্ধু রানার বোন অনামিকার গায়ের হলুদ। তারা সেই গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে বড় বড় সাউন্ডবক্সে সারা রাত প্রচন্ড বিকট শব্দে গান বাজাচ্ছিল। সেই শব্দের ভয়ে আমি বার বার কেপে উঠছিলাম। তুমি বলো একজন ৬ মাসের শিশু এত বিকট আওয়াজ সহ্য করতে পারে! পারে না। ঐ গায়ের হলুদের রাতে আমার বাবা পারভেজ গেলেন রানার বাবা রাহাত খানের কাছে। গিয়ে বলেছিলেন আমার ৬ ছয় মাসের শিশুটি আপনাদের গানের আওয়াজে ঘুমাতে পারছে না। আপনাদের সাউন্ড বক্সের বিকট আওয়াজে আমার ৬ মাসের শিশু বাচ্চাটি ভয়ে বার বার ঘুম থেকে কেপে উঠছে আর প্রচন্ড কান্না করছে।

১০.
তখন আমার বাবাকে রাহাত সাহেব বলেছিল সাউন্ড বক্সের সাউন্ড একটু পর কমিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে রাহাত সাহেব আমার বাবার কথা তিনি আর রাখেননি। তারা সারা রাত আরও বিকট শব্দে গান বাজিয়েছে।

তারা সাউন্ড কমানো তো দূরের কথা বরং তারা সারা রাত সাউন্ড বক্সে আরও জোরেশোরে গান বাজালো। পরে সেই কয়েক ঘন্টার বিকট শব্দ দূষণের কারণে আমি হার্ট এটাক করলাম। কারণ আমার ৬ মাসের হার্ট এত বিকট শব্দ সহ্য করতে পারেনি। ভোরে রাতে আমার বাবা আমাকে হসপিটালে নিয়ে গেলেন। তখন ডাক্তার আমার বাবাকে বললেন প্রচন্ড শব্দ দূষণে আপনার ৬ মাসের শিশুটি হার্ট এটাকে মারা গিয়েছে। এরপর থেকেই আমি প্রেত হয়ে যাই। কোন গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে ঐ পরিবারের কাউকে দেখলেই আমার প্রেতের ছায়া তাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। আর যখনই দেখি ঐ পরিবারের কেউ কারও গায়ের হলুদে উপস্থিত হয়েছে, তখনই আমি ঠিক রাত ৩টার পর প্রতিশোধ নেই এই রাহাত সাহেবের পরিবারে উপর। কারণ তাদের শব্দ দূষণে কারণেই আমার মৃত্যু হয়েছিল রাত ৩টার পর। তাই আমি প্রতিটি গায়ের হলুদের রাতে রাহাত সাহেবের পরিবারের কারও না কারও উপর প্রতিশোধ নেই।

১১.

আজকে প্রতিশোধ নিতাম তোমার বন্ধু রানার উপর। কিন্তু তুমি তাকে আয়াতুল কুরসি পড়িয়ে আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিলে না। তুমি কাজটা ভালো করলে না রাতুল। এই কথা বলে শিশুর প্রেতাত্মা আবার বিকট সুরে কান্না করে উঠলো। এই ভয়ংকর কান্নার শব্দে রাতুল মূর্ছা গেল। রাতুল যখন চোখ মিললো তখন দেখলো সে রানাদের বিছানায় শুয়ে আছে। তার পাশে বসে আছে রানা ও তার পরিবারের লোকজন। রাতুল শুয়ে থেকেই তার ঘড়ির দিকে তাকালো দেখলো সকাল ১১টা বাজে। চোখ খুলতেই রানা রাতুলকে জিজ্ঞেস করলো- কিরে তোর কি হয়েছিল? তুই চলে যাওয়ার ১ ঘন্টার পর তোকে ফোনে না পেয়ে আন্টিকে ফোন দিলাম। আন্টি বললো তুই বাসায় যাসনি। তারপর নিচে নামলাম কেয়ারটেকার আর দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে। এরপর কিছুদূর যেতেই তোকে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। এখন বলতো কি হয়েছিল রাতে?

রানার কথাগুলো ঘুম ঘুম চোখে শুনলো রাতুল। রাতুলের মাথাটা এখনও ঝিম মেরে আছে।

রানার কথার উত্তরে রাতুল ঘোরের মাঝে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো- আরে না! তেমন কিছু না! রাতে তোদের সাথে নাচানাচি করে মাথাটা প্রচন্ড ঝিম ধরে ছিল।

তারপর নিচে যখন নামলাম। তখন তোদের বাড়ির পার হয়ে কিছুদূর সামনে যেতেই মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিলো। তারপর ধপাস করে মাটিতে পরে গেলাম। এরপর আমার আর কিছুই মনে নেই। এখন চোখ মেলে দেখি তোদের বিছানায় শুয়ে আছি। রাতুলের মুখের কথাশুনে রানা অনেকটায় টেনশন মুক্ত হলো।

এদিকে রাতুল যে আসল ঘটনা চেপে গেল তা রানাকে বুঝতেই দিলো না। রাতুল তখন চোখ বন্ধ করে গত রাতে রানার মুখে শোনা গায়ের হলুদের অঘটনগুলোর হিসাব মিলাতে লাগলো।

রাতুলের মনে পড়ে গেল কালকে রানাকে আয়াতুল কুরসি পড়িয়েছিল বলে রানা গতকাল বড় ধরনের অঘটন থেকে বেঁচে গেল। তা না হলে অভিশপ্ত প্রতিশোধ রানাকে শেষ করে ফেলতো।

লেখক পরিচিতি

গোলাম মোসাব্বির মূলত 'রাকিব মোসাব্বির' নামে বেশি জনপ্রিয়। তিনি বাংলা সঙ্গীতের একজন জনপ্রিয়, খ্যাতিমান কন্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক। তিনি মূলত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি তার পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে মাল্টি ট্যালেন্ট হিসেবেই সমাদৃত। তিনি এই পর্যন্ত অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিজের সঙ্গীত ক্যারিয়ার গড়েছেন। ২০৫ সালে ক্লোজ আপ ওয়ান দিয়ে তার মিডিয়া যাত্রা শুরু হলেও ২০০৭ সালে ‘যারে আমার মন’ গানটি দিয়ে অফিসিয়ালি তার সঙ্গীত ক্যারিয়ার শুরু হয়। এছাড়া তিনি একাধারের লেখক, কলামিস্ট ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা। তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেছেন মিডিয়া কোম্পান, আইটি কোম্পানি ও অডিও রেকর্ড লেবেল কোম্পানি।

'গল্পপুথি' প্রকাশনী